১৩.৯. জীব (Individual self)

নানা স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, পছন্দ ও অপছন্দ, পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যের সুসংহত সমাহার হচ্ছে জীব"। নানা গুণ ও ক্রিয়া সম্পন্ন জীব সংখ্যায় অনেক। অহং-প্রত্যয়ের বিষয় যে অহং, তাই জীব। অহং হচ্ছে বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সকল ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্মফল ভোক্তা। অর্থাৎ জীব হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীব আত্মা ও দেহের সমাহার। জীবের একটি স্থূলশরীর ও একটি লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর থাকে। মৃত্যুতে জীবের স্থূলশরীর বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। মৃত্যুকালে, জীবের কর্মানুসারে, সূক্ষ্মশরীর এক স্থূলশরীর পরিত্যাগ ক'রে অন্য এক স্থূলশরীরে সংশ্লিষ্ট হয়। মোক্ষলাভ হলে সূক্ষ্মশরীর ও প্রাণসমূহ আত্মা থেকে বিশ্লিষ্ট হয় এবং তখন আত্মা শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে।

জীবের স্থূলশরীর পঞ্চমহাভূতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও আকাশের সমষ্টি। জীবের সূক্ষ্মশরীরের সতেরটি অবয়ব আছে; পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ বা মন এবং বুদ্ধি। স্থূলশরীরের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরও জড়াত্মক। কাজেই, **জীব আত্মা ও অনাত্মার (জড়ের) সংমিশ্রণ।**

এ-সবই জীবের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দশা বা অবস্থা। অদ্বৈত বেদান্তমতে, 'ভেদ' বলে বস্তুত কিছু নেই। অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। পরমার্থিক দৃষ্টিতে জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। **উপাধি দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম বা আত্মাই জীব।** উপাধি, অবিদ্যা বা মায়াপ্রসূত। কাজেই, **অবিদ্যা বা মায়াসংশ্লিষ্ট আত্মাই জীব।** মায়া উপহিত নির্গুণব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হন এবং মায়া বা অজ্ঞানের প্রভাবে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর বহুজীবরূপে প্রতিভাত হন। অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হবার ফলেই এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মা বহুজীবরূপে প্রতীত হন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সংসারী বা বদ্ধজীব জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা ও সংখ্যায় বহু হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মাভিন্নভাবে জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও

জাগতিক ধর্ম নেই। আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও অদ্বয়। **শুদ্ধ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ**— জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যই শুদ্ধ আত্মা জীবরূপে প্রতীত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে জীবের বন্ধনদশা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তঃকরণ বাধিত হয় না এবং জীব অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট থাকে। মোক্ষলাভে অন্তঃকরণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে।

জীবের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যা অনুবর্তমান, অদ্বৈত বেদান্তমতে, তাই হচ্ছে আত্মা বা ব্রহ্ম। জীবের চার অবস্থার মধ্যে, জাগ্রত,স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার মধ্যে— অনুবর্তমান হচ্ছে শুদ্ধচৈতন্য। এই নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যই হচ্ছে আত্মা বা ব্রহ্ম । জীবের সব অবস্থাতেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবাধিত। যা অবাধিত তাই পরমতত্ত্ব বা পরমার্থসৎ। অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মাই হচ্ছে পরমার্থসৎ। জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। অবিদ্যার (মায়ার) প্রভাবে জীব নিজেকে অহংজ্ঞানের জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তারূপে মনে করলেও ব্রহ্মস্বরূপ জীব কখনও তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব তার ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে, জীব সর্বদাই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করে, যদিও সংসারদশায় মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপতা আবৃত থাকে বলে তা উপলব্ধ হয় না। তবে, উপলব্ধ না হলেও, সংসারদশাতেও জীব নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত অবস্থাতেই বিরাজমান থাকে। 'তত্ত্বমসি', বেদান্তবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ বা অভিন্নতারই উল্লেখ করা হয়েছে। 'সেই দেবদত্ত এই'— বাক্যটিতে যেমন 'সেই' শব্দের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তকে এবং 'এই' শব্দের দ্বারা বর্তমানে দৃশ্যমান দেবদত্তকে বোঝায়, অর্থাৎ 'সেই' ও 'এই' শব্দদুটি এক ও অভিন্ন পদার্থকে বোঝায়, তেমনি 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটিও এক ও অভিন্ন পদার্থকেই বোঝায়। 'তৎ' পদের দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেএবং 'ত্বম্' পদের দ্বারা জীবের অন্তর্নিহিত শুদ্ধচৈতন্যকে বোঝায়। অর্থাৎ 'তৎ', 'ত্বম্'—উভয় পদই জীব ও ব্রহ্মের অভেদেরই বাচক। 'তত্ত্বমসি', 'অয়ম্ ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হয়।

এখানে আপত্তি উঠতে পারে— 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দদুটি কিভাবে অভিন্ন অর্থবোধক হতে পারে? তৎ বলতে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা 'পরমাত্মাকে' বোঝায় আর 'ত্বম্' বলতে বোঝায় বিশিষ্ট জীব বা 'জীবাত্মা', তাহলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কিভাবে প্রতিপন্ন করা যাবে? এই অভেদ প্রতিপন্ন করার জন্য বৈদান্তিকগণ এখানে শব্দ বা পদের সাক্ষাৎ অর্থ (শক্যার্থ) গ্রহণ না করে লক্ষণাকে (লক্ষ্যার্থকে) গ্রহণ করেছেন। এখানে যে লক্ষণার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল **'জহৎ-অজহল্লক্ষণা'**। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' (= পরমাত্মা) এবং 'ত্বম্' (= জীবাত্মা) শব্দদুটিকে তাদের সাক্ষাৎ অর্থে (শক্য অর্থে) গ্রহণ করলে বাক্যটির অর্থ বোধগম্য হতে পারে না; কেননা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সম্ভব নয়। বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য অদ্বৈয় পণ্ডিতগণ শব্দদুটির অর্থ থেকে 'পরম' ও 'জীব' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে শব্দদুটিকে ('তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটিকে) অসাক্ষাৎ অর্থে (লক্ষণা অর্থে) গ্রহণ করেছেন। বিশেষণ-বিযুক্তভাবে শব্দদুটির দ্বারা কেবল 'আত্মা'কেই অর্থাৎ 'শুদ্ধচৈতন্য'কেই বোঝায় এবং তখন 'তৎ' = 'ত্বম্'— এবিষয়ে আর কোন সমস্যা থাকে না। সুতরাং, জীব ও ব্রহ্মের অভেদসূচক 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটির বোধগম্যতা নির্ভর করে— 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটির তাৎপর্যের একাংশ পরিত্যাগ করে অপর

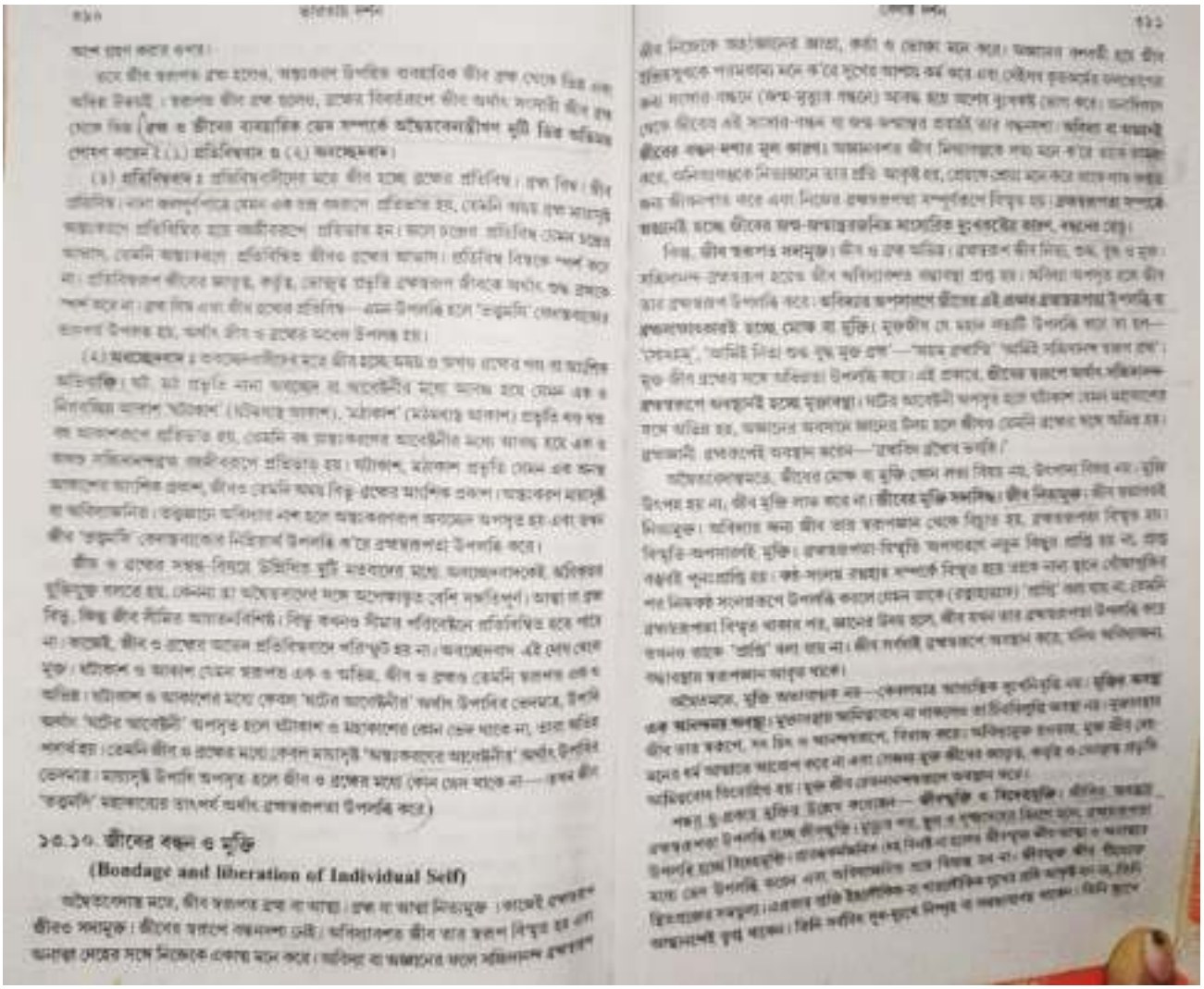

১৩.১৭. জীবের বন্ধন ও মুক্তি

(Bondage and liberation of Individual Self)

(খ) রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Qualified Monism of Ramanuja)

১০.১১. ভূমিকা (Introduction)

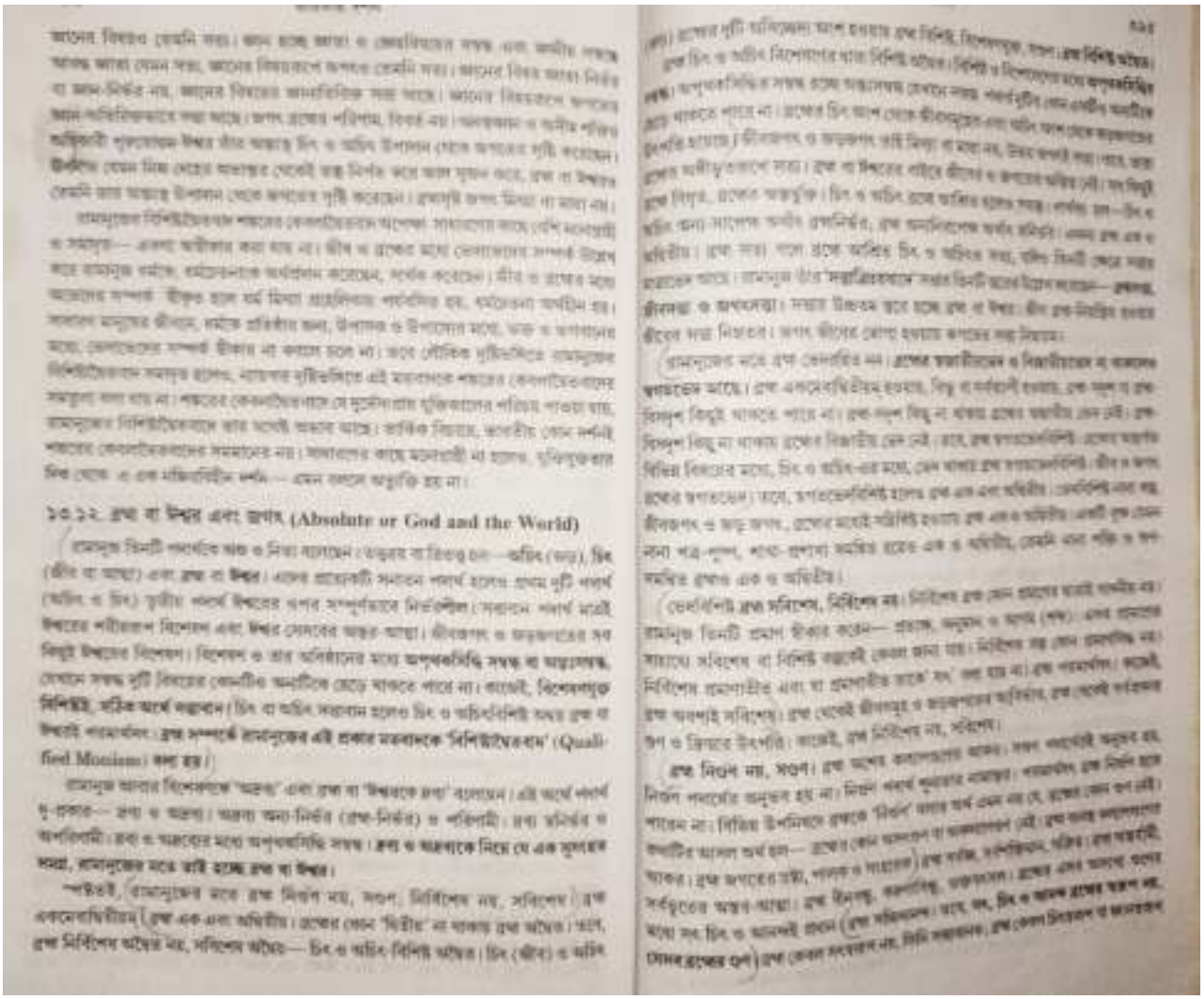

১৩.১২. ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং জগৎ (Absolute or God and the World)

১৩.১৩. জগৎ (World)

(Refutation of Sankara's Theory of Māyā by Rāmānuja)

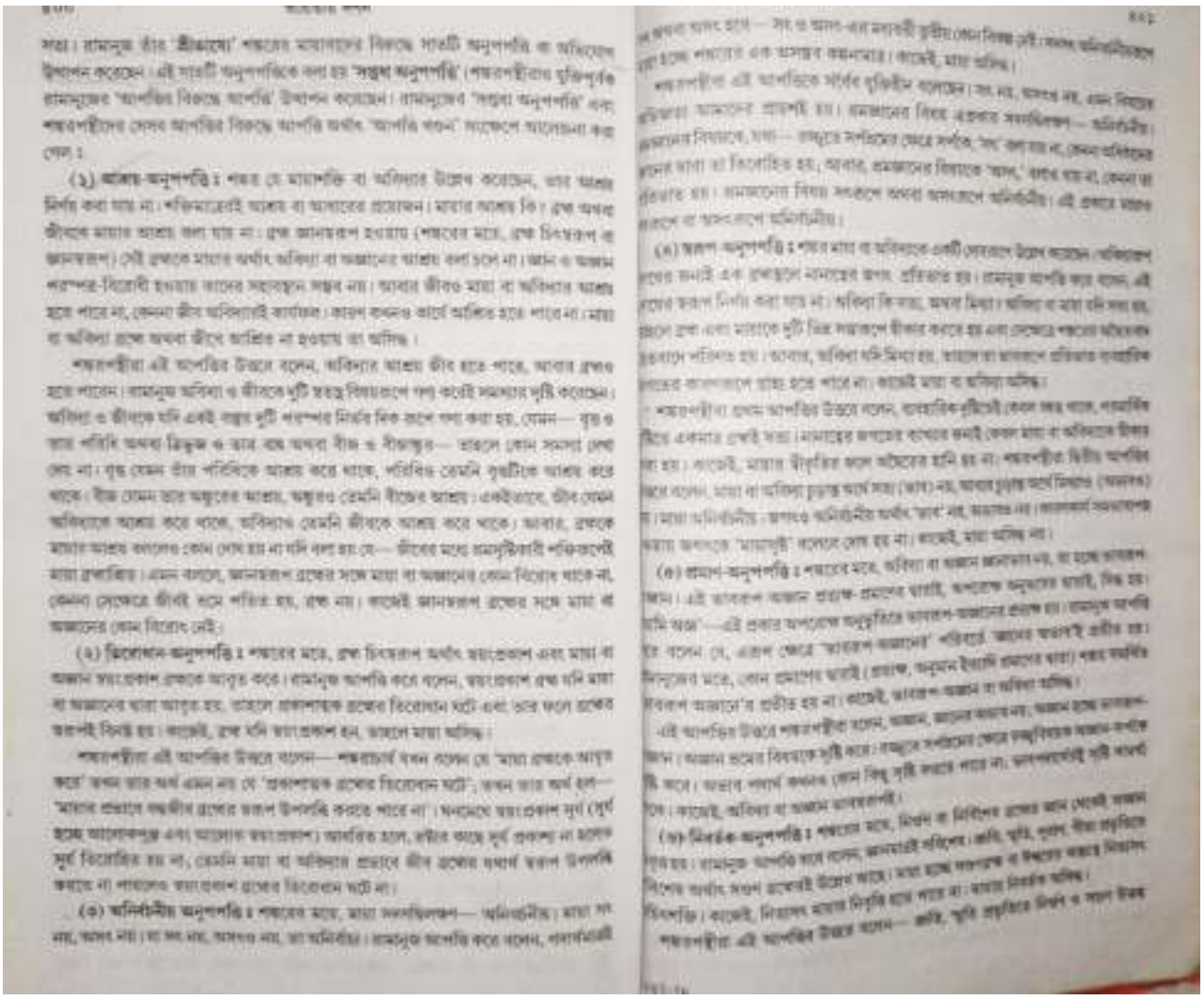

সত্তা। রামানুজ তাঁর 'শ্রীভাষ্যে' শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি অনুপপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এই সাতটি অনুপপত্তিকে বলা হয় 'সপ্তধা অনুপপত্তি'। শঙ্করপন্থীরাও যুক্তিপূর্বক রামানুজের 'আপত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি' উত্থাপন করেছেন। রামানুজের 'সপ্তধা অনুপপত্তি' এবং শঙ্করপন্থীদের সেসব আপত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি যথাক্রমে 'আপত্তি খণ্ডন' শিরোনামে আলোচনা করা গেল।

(১) আশ্রয়-অনুপপত্তি : শঙ্কর যে মায়াশক্তি বা অবিদ্যার উল্লেখ করেছেন, তার আশ্রয় নির্ণয় করা যায় না। পরিষ্কারভাবেই আশ্রয় বা আধারের প্রয়োজন। মায়ার আশ্রয় কি? ব্রহ্ম স্বয়ং জীবাত্মে মায়ার আশ্রয় বলা যায় না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় (শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ বা জ্ঞানস্বরূপ) সেই ব্রহ্মকে মায়ার অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলা চলে না। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। আবার জীবও মায়া বা অবিদ্যার আশ্রয় হতে পারে না, যেহেতু জীব অবিদ্যারই কার্যফল। কারণ কখনও কার্যে অশ্রিত হতে পারে না। মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্ম অথবা জীবে আশ্রিত না হওয়ায় তা অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন, অবিদ্যার আশ্রয় জীব হতে পারে, আবার ব্রহ্মও হতে পারেন। রামানুজ অবিদ্যা ও জীবকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করেই সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। অবিদ্যা ও জীবকে যদি একই বস্তুর দুটি পরস্পর নির্ভর বিভিন্ন রূপে গণ্য করা হয়, যেমন— বৃক্ষ ও তার পরিধি অথবা ত্রিভুজ ও তার বাহু অথবা বীজ ও বীজাঙ্কুর— তাহলে কোন সমস্যা দেখা দেয় না। বৃক্ষ যেমন তার পরিধিকে আশ্রয় করে থাকে, পরিধিও তেমনি বৃক্ষটিকে আশ্রয় করে থাকে। বীজ যেমন তার অঙ্কুরকে আশ্রয়, অঙ্কুরও তেমনি বীজকে আশ্রয়। একইভাবে, জীব যেমন অবিদ্যাকে আশ্রয় করে থাকে, অবিদ্যাও তেমনি জীবকে আশ্রয় করে থাকে। আবার, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলাতেও কোন দোষ হয় না যদি বলা হয় যে— জীবের মতো ব্রহ্মসৃষ্টিরাই শক্তিরূপেই মায়া ব্রহ্মাশ্রিত। এমন বলাতে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া বা অজ্ঞানের কোন বিরোধ থাকে না, যেহেতু সেক্ষেত্রে জীবই হয়ে পড়ছে, ব্রহ্ম নয়। কাজেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া বা অজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই।

(২) তিরোধান-অনুপপত্তি : শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম তিরোধান অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ এবং মায়া বা অজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে আবৃত করে। রামানুজ আপত্তি করে বলেন, স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম যদি মায়া বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তাহলে প্রকাশাশ্রয় ব্রহ্মের বিরোধিতা ঘটে এবং তার ফলে ব্রহ্মের স্বরূপই বিনষ্ট হয়। কাজেই, ব্রহ্ম যদি স্বয়ংপ্রকাশ হন, তাহলে মায়া অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন— শঙ্করাচার্য যখন বলেন যে 'মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে' তখন তার অর্থ এমন নয় যে 'প্রকাশাশ্রয় ব্রহ্মের বিরোধিতা ঘটে'; তখন তার অর্থ হল— 'আবরণ প্রভাবে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না'। অন্যভাবে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য (সূর্য হচ্ছে আলোকপুঞ্জ এবং আলোক স্বয়ংপ্রকাশ) আবরিত হলে, মহীয়ান আছে সূর্য প্রকাশ্য না হলেও সূর্য বিনষ্ট হয় না, তেমনি মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে জীব ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলেও স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের বিরোধিতা ঘটে না।

(৩) অনির্বচনীয় অনুপপত্তি : শঙ্করের মতে, মায়া সদসদ্বিলক্ষণ— অনির্বচনীয়। মায়া সৎ নয়, অসৎ নয়। যা সৎ নয়, অসৎও নয়, তা অনির্বচনীয়। রামানুজ আপত্তি করে বলেন, পরস্পরবিরোধী

[illegible] হচ্ছে শঙ্করের এক অসম্ভব কল্পনামাত্র। কাজেই, মায়া অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির সঠিক যুক্তিহীনতা দেখিয়ে বলেছেন। সৎ নয়, অসৎও নয়, এমন বিষয়ের প্রতিজ্ঞা অযৌক্তিক প্রতীয়মান হয়। জগজ্জ্ঞানের বিষয় এইরকম অসদ্বিলক্ষণ— অনির্বচনীয়। জগৎ যদি সৎ হয়, তাহলে তাকে মোক্ষের দ্বারা বা বিদেহিক হয়; আবার, জগজ্জ্ঞানের বিষয়কে 'অসৎ,' বলাও যায় না, যেহেতু তা প্রতিভাত হয়। জগজ্জ্ঞানের বিষয় সৎরূপে অথবা অসৎরূপে অনির্বচনীয়। এই প্রকার মায়াকে সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়।

(৪) স্বরূপ-অনুপপত্তি : শঙ্কর মায়া বা অবিদ্যাকে একটি ভাবরূপে উল্লেখ করেছেন। অবিদ্যারূপ ভাবের জন্যই এক ব্রহ্মস্বরূপে নানাত্বের জগৎ প্রতিভাত হয়। রামানুজ আপত্তি করে বলেন, এই ভাবের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। অবিদ্যা কি সত্য, অথবা মিথ্যা। অবিদ্যা যে মায়া যদি সত্য হয়, তাহলে ব্রহ্ম এবং মায়াকে দুটি ভিন্ন সত্তারূপে স্বীকার করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদে পরিণত হয়। আবার, অবিদ্যা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তা জগজ্জ্ঞানে প্রতিভাত ব্যবহারিক জগতের কারণরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। কাজেই মায়া বা অবিদ্যা অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা প্রথম আপত্তির উত্তরে বলেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও সত্য বলে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। মায়াবাদের জগতের ব্যাখ্যার জন্যই কেবল মায়া বা অবিদ্যাকে উপায় বলা হয়। কাজেই, মায়ার উপযোগিতা লাভ অটোমের ইতি হয় না। শঙ্করপন্থীরা দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলেন, মায়া বা অবিদ্যা তুচ্ছত্ব অর্থে সত্য (আকাশ) নয়, আবার তুচ্ছত্ব অর্থে মিথ্যাও (আকাশ) নয়। মায়া অনির্বচনীয়। জগৎও অনির্বচনীয় অর্থাৎ 'তাই' নয়, অন্যকিছু নয়। তাহলেকার সমস্যাসমূহ সমাধান করতে 'মায়াবাদী' বলতে কোন দোষ হয় না। কাজেই, মায়া অসিদ্ধ নয়।

(৫) প্রমাণ-অনুপপত্তি : শঙ্করের মতে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, তা হচ্ছে ভাবরূপ-জ্ঞান। এই ভাবরূপ অজ্ঞান প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাই, অনুমান অনুমানের দ্বারাই, কিন্তু হয়। আমি অজ্ঞ'—এই প্রকার অপরোক্ষ অনুভূতিতে ভাবরূপ-অজ্ঞানের প্রমাণ হয়। রামানুজ আপত্তি তুলে বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে 'ভাবরূপ অজ্ঞানের' পরিবর্তে 'জ্ঞানের অভাবই' প্রতীত হয়। নিম্নরূপের মতে, কোন প্রমাণের দ্বারাই (প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা) শঙ্কর কথিত 'ভাবরূপ অজ্ঞানে'র প্রতীত হয় না। কাজেই, ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা অসিদ্ধ।

এই আপত্তির উত্তরে শঙ্করপন্থীরা বলেন, অজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নয়, অজ্ঞান হচ্ছে ভাবরূপ-জ্ঞান। অজ্ঞান জগতের বিষয়কে সৃষ্টি করে। রামানুজ সমর্থিত কোন বিধি সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের সমস্যাই সৃষ্টি করে। অজ্ঞান প্রমাণ অগম্য কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের সমস্যাই সৃষ্টি করে। কাজেই, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভাবরূপসিদ্ধ।

(৬) নিবর্তক-অনুপপত্তি : শঙ্করের মতে, নিত্যজ্ঞান বা নিরবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞান থেকেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। রামানুজ আপত্তি করে বলেন, জ্ঞানমাত্রই পরিণাম। জ্ঞানি, দৃষ্টি, শ্রুতি, বোধ প্রভৃতিরা বিশেষ অর্থাৎ সকল ব্রহ্মেরই উল্লেখ করে। মায়া ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বা স্বপ্রকাশ বলেও নিবৃত্তি। কাজেই, নিত্যজ্ঞান মায়ার নিবৃত্তি ঘটে পারে না। মায়ার নিবর্তক অসিদ্ধ।

শঙ্করপন্থীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন— জ্ঞানি, দৃষ্টি প্রভৃতিরা নিত্যজ্ঞান ও সমান উজ্জ্ব

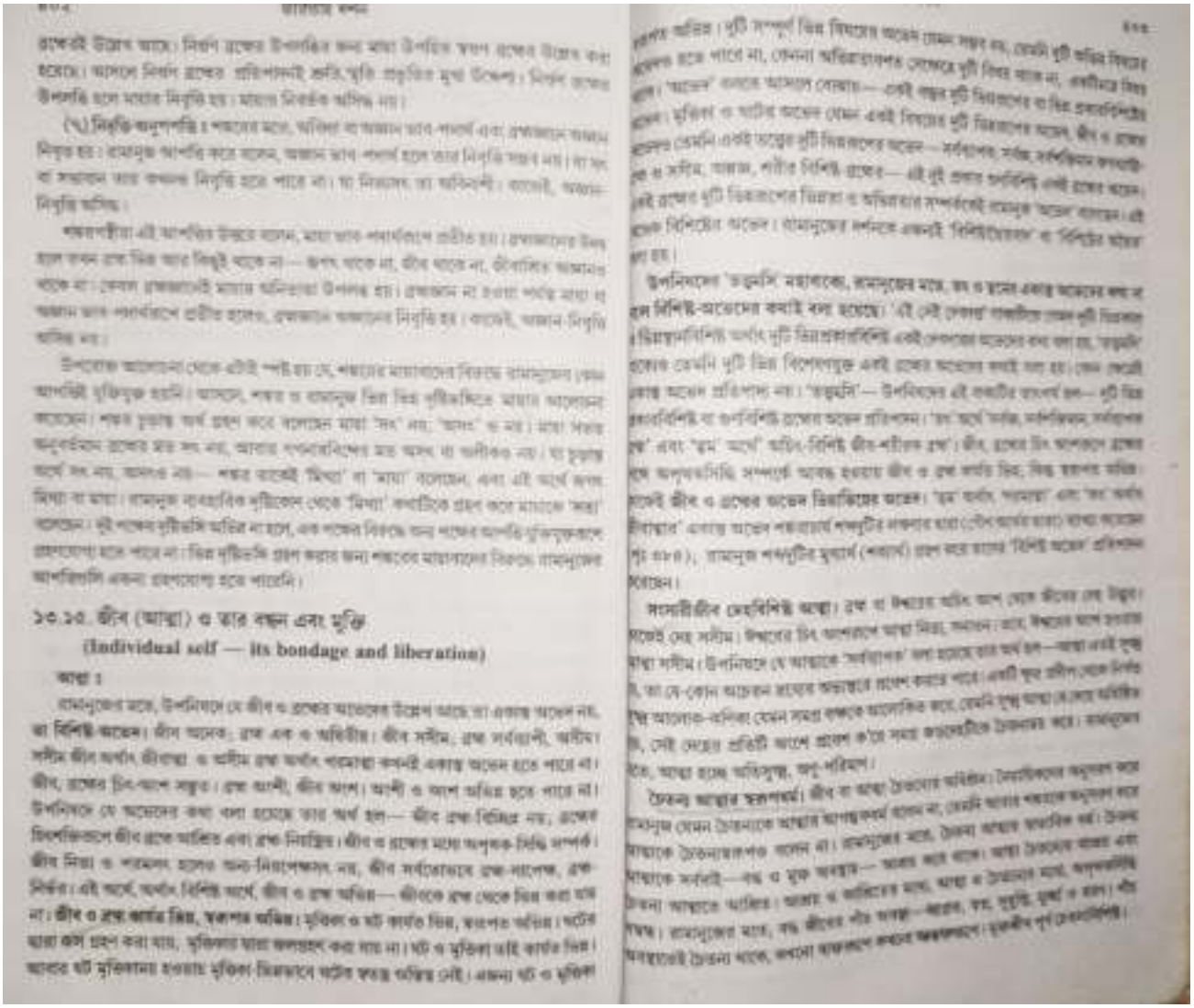

১৩.১৩. জীব (আত্মা) ও তার বন্ধন এবং মুক্তি

(Individual self — its bondage and liberation)